দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 JUN 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

চট্টগ্রামে ভাল ফল করেও অনেক মেধাবী ছাত্র ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারবে না

মাহবুব মিলন

ভাল ফলাফল মানেই ভালো নামিদামী কলেজে ভর্তি হওয়া। কিন্তু এবার এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল জিপিএ-৫ পেয়ে কাঙ্ক্ষিত বা নামিদামী কলেজে ভর্তি হতে পারবে না চট্টগ্রামের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী। প্রতি বছরই চট্টগ্রামে ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় সংকট। এ বছর পাসের হার এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কম হলেও সংকট সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে বন্দরনগরীর নামিদামী ও সরকারী কলেজগুলোতে ভর্তির

পৃঃ৫-কঃ৬

চট্টগ্রামে ভাল ফল করেও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রে এ সংকট প্রকট আকার ধারণ করবে। তাই ফলাফলের দিক থেকেই সেরাটা অর্জন করেও উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারবে তো সেরা এসব শিক্ষার্থী। বন্দরনগরীর ৫টি সরকারী কলেজসহ অন্য কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাওয়া নিয়ে দারুণ চিন্তিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। পছন্দের ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন জিপিএ-৫ পাওয়া ৩ হাজার ৩১৩ জন শিক্ষার্থী। বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ী শিক্ষা শাখা থেকে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পছন্দের চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ ও চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে ভর্তি হতে লড়াই করতে হবে নিজেদের মধ্যেই। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগের জন্য মোট সিট রয়েছে ৭৫০টি। অথচ এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে বিজ্ঞান গ্রুপে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৫০৯ জন শিক্ষার্থী আর মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৪ জন। অন্যদিকে এ কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ না থাকায় এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ সরকারী কমার্স কলেজ। সরকারী কমার্স কলেজে সর্বসাকুল্যে আসন রয়েছে মাত্র ৬০০। অথচ ব্যবসায়ী শিক্ষা থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৬০ জন। ফলে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এই দুই কলেজে ভর্তির লড়াই করতে হবে সেরাদের মধ্যেই। অন্যদিকে বন্দরনগরীর সরকারী অন্য তিনটি কলেজে আসনসংখ্যা যথাক্রমে সরকারী হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজে ১২০০, সরকারী সিটি কলেজে ১৫০০ ও নাসিরাবাদ সরকারী মহিলা কলেজে ৫২০টি। এছাড়াও নগরীর বেসরকারী ৩৭টি কলেজে আসন রয়েছে ৯ হাজার ৫০০টি। গতবারের তুলনায় এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা কম হলেও নগরীর কলেজে ভর্তি হতে পারবে না অধিকাংশ শিক্ষার্থী। এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় মোট পাস করেছে ৩৫ হাজার ৯০৩ জন। গত বছরের তুলনায় এ সংখ্যা ৩ হাজার ৩৯ জন কম। এদিকে নগরীর বেসরকারী স্কুল এন্ড কলেজগুলো তাদের স্কুল থেকে এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের তাদের কলেজ শাখায় ভর্তি করে থাকে। ফলে এসব কলেজে বাইরের শিক্ষার্থীদের ভর্তির সম্ভাবনা কম থাকে। চট্টগ্রামে ৫টি সরকারী কলেজসহ মোট ৪২টি কলেজে আসন রয়েছে ১৪ হাজার। ফলে এ বছর প্রায় ২১ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে পোহাতে হবে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই এ বছর এসএসসি পাস করা জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সকল শিক্ষার্থীই রয়েছে দুশ্চিন্তায়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা মনে করছে। অতিসত্বর এসব মেধাবী মুখদের টিকিয়ে রাখার জন্য কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা বাড়াতে হবে। অন্যথায় অনেক মেধাবী মুখ ঝরে পড়তে পারে।